বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
(বিচার শাখা)
www.supremecourt.gov.bd

স্মারক নং-১ই-২১/২০০০ (অংশ-৬)(ক)-৪৫৬৭ জে, তারিখ: ১৭ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০১ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের ৫১৪৭/২০২১ নং রীট পিটিশন মামলায় ভূয়া ওয়ারেন্ট ও ভূয়া মামলায় ভুক্তভোগীদের হয়রানি বন্ধের নিমিত্ত থানায় বা সংশ্লিষ্ট আদালত ও ট্রাইব্যুনালে এজাহার/অভিযোগ দায়ের করার সময় অভিযোগকারীর পরিচয় যথাযথভাবে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে মাননীয় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনামূলক আদেশের কপি সকল অধস্তন আদালত/ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের ৫১৪৭/২০২১ নং রীট পিটিশন মামলায় মাননীয় বিচারপতি জনাব এম. ইনায়েতুর রহিম এবং মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মহোদয়ের দ্বৈত বেঞ্চ কর্তৃক ভূয়া ওয়ারেন্ট ও ভূয়া মামলায় ভুক্তভোগীদের হয়রানি বন্ধের নিমিত্ত থানায় বা সংশ্লিষ্ট আদালত ও ট্রাইব্যুনালে এজাহার/অভিযোগ দায়ের করার সময় অভিযোগকারীর পরিচয় যথাযথভাবে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের প্রতি গত ১৪.০৬.২০২১ খ্রি. তারিখে প্রদত্ত আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে:

"ইতোমধ্যে অত্র আদালত ভূয়া ওয়ারেন্ট ও ভূয়া মামলায় ভুক্তভোগীদের হয়রানি বন্ধে রীট পিটিশন নং-১৪১৮০/২০১৯ এ কতিপয় নির্দেশনা প্রদান করেছে। প্রতিপক্ষগণকে উক্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের নির্দেশ দেয়া হলো।

উপরন্তু, বর্তমান সময় হতে থানায় বা সংশ্লিষ্ট আদালত ও ট্রাইব্যুনালে এজাহার/অভিযোগ দায়ের করার সময় অভিযোগকারীর পরিচয় যথাযথভাবে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদেরও নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে-

১) অভিযোগ/এজাহারে অভিযোগকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর, ক্ষেত্রমতে পাসপোর্ট নম্বর উল্লেখ করতে হবে;
২) এজাহারকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলে সেক্ষেত্রে এজাহারকারীকে সনাক্তকারী ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর উল্লেখ করতে হবে;
৩) এছাড়াও বিশেষ বাস্তব পরিস্থিতিতে জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট নম্বর লভ্য (Available) না হলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা এজাহারকারীর পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার জন্য স্বীয় বিবেচনায় অন্যান্য যথাযথ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন;
৪) আদালত কিংবা ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট না থাকলে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী অভিযোগকারীকে সনাক্ত করবেন;
৫) অভিযোগকারী প্রবাসী কিংবা বিদেশী নাগরিক হলে সংশ্লিষ্ট দেশের পাসপোর্ট নম্বরও উল্লেখ করতে হবে।"

২। এমতাবস্থায়, মাননীয় আদালতের আদেশ মোতাবেক উল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য অধস্তন আদালত/ট্রাইব্যুনালের সকল বিচারক/ম্যাজিস্ট্রেট-কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

৩। উল্লেখ্য, ৫১৪৭/২০২১ নং রীট পিটিশন মামলার আদেশের কপিসহ ১৪১৮০/২০১৯ নং রীট পিটিশন মামলায় গত ১৪.১০.২০২০ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত আদেশ ও তৎপ্রেক্ষিতে গত ২৩.১১.২০২০ খ্রিস্টাব্দে জারিকৃত পত্র এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

স্বা:/-
(মোঃ আলী আকবর)
রেজিস্ট্রার জেনারেল
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
ফোন: ০২২২৩৩৮২৭৮৫(অফিস)
ই-মেইল: rg@supremecourt.gov.bd

F./Sanjaydutt/Misc file/letter

স্মারক নং-১ই-২১/২০০০ (অংশ-৬)(ক)-৪৫৬৭ জে, তারিখ: ১৭ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০১ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। জেলা ও দায়রা জজ,----------(সকল)।
৩। মহানগর দায়রা জজ, ----------(সকল)।
৪। সিনিয়র বিশেষ জজ, ----------(সকল)।
৫। বিশেষ জজ (জেলা জজ), বিশেষ জজ আদালত, ----------(সকল)।
৬। সিনিয়র মহানগর বিশেষ জজ, ---------- (সকল)।
৭। বিভাগীয় বিশেষ জজ, বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, ----------(সকল)।
৮। বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ----------(সকল)।
৯। বিচারক(জেলা জজ), জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল,----------(সকল)।
১০। বিচারক (জেলা জজ), দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল,---------- ----------(সকল)।
১১। বিচারক (জেলা জজ), সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ----------(সকল)।
১২। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
১৩। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল,----- ----------(সকল)।
১৪। সদস্য (জেলা জজ), শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
১৫। সদস্য (জেলা জজ), কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল,---------- (সকল)।
১৬। বিচারক (জেলা জজ), সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ---------- (সকল)।
১৭। বিচারক (জেলা জজ), স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা।
১৮। সদস্য (জেলা জজ), ট্যাকসেস অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-৫, ঢাকা।
১৯। রেজিস্ট্রার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।
২০। বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ), মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, ---------- (সকল)।
২১। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,----------(সকল)।
২২। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট,----------(সকল)।
২৩। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, জেলা আইনজীবী সমিতি----------(সকল)।

অধীনস্ত বিচারকগণ-কে অবগত করানোর অনুরোধসহ

২৪। ডেপুটি রেজিস্ট্রার (রিসার্চ ইউনিট), হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
২৫। মাননীয় প্রধান বিচারপতির সচিব, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
২৬। মাননীয় প্রধান বিচারপতির একান্ত সচিব, আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
২৭। রেজিস্ট্রার জেনারেলের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
২৮। সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২৯। অফিস কপি।

০১.০৯.২০২১

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সহকারী রেজিস্ট্রার (বিচার)(ভারঃ)
ফোন: ০২২২৩৩৮১৯৩২ (অফিস)

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)
WRIT PETITION NO.5147 OF 2021.

IN THE MATTER OF:

An application under Article 102(2)(b)(i) of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh.

AND

IN THE MATTER OF:

Md. Akramul Ahsan (Kanchan), Son of Anwar Ullah and Kamrunnahar, House No. 107, Shantibag, Shantinagar, Police Station- Motijheel, Dhaka at present-870 , Shewrapra, Police Station- Kafrul, Dhaka..

.....Petitioner.

-Versus-

Bangladesh, Represented by the Secretary, Ministry of Home Affairs, Bangladesh Secretariat, Ramna, Dhaka and others.

..... Respondents.

AND

IN THE MATTER OF:

Enforcement of Fundamental Rights as guaranteed under Articles 27, 31 and 32 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh.

AND

IN THE MATTER OF:

Direction upon the Respondent No.4 to make an inquiry who are involve in filing different Criminal case against the petitioner and submits a report in this regard before this Hon'ble court and take legal action in accordance with law against those persons who are harassing the petitioner by filing false Criminal Case.

AND

IN THE MATTER OF:

Direction upon the Respondent No.2 to award appropriate compensation to the petitioner for wrongful confinement in different false criminal case.

উপস্থিত:

বিচারপতি জনাব এম. ইনায়েতুর রহিম.
এবং
বিচারপতি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

তারিখঃ ৩১ই জৈষ্ঠ্য ১৪২৮/১৪ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

জনাব, জয়নুল আবেদীন, অ্যাডভোকেট সঙ্গে
জনাব, এমদাদুল হক (বসির), অ্যাডভোকেট
.....আবেদনকারীর সঙ্গে।
জনাব অরবিন্দ কুমার বায়, ডেপুটি অ্যাটর্নী জেনারেল সঙ্গে
জনাব বিপুল বাগমার, ডেপুটি অ্যাটর্নী জেনারেল
জনাব মোঃ সেলিম আজাদ, সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল
জনাব মোঃ সিরাজুল আলম ভূঁইয়া, সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল এবং
জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসাইন, সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল
..... রেসপন্ডেন্ট নং-১।

প্রতিপক্ষগণকে এই মর্মে কারণ দর্শাতে বলা হলো যে, কেন আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা ও হয়রানীমূলক ফৌজদারী মামলা দায়েরে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান পূর্বক আইনত ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশ দেওয়া হবে না অত্র আদালতের বিবেচনায় যথাযথ প্রচারযোগ্য এতদসংশ্লিষ্ট অন্যবিধ আদেশ বা অধিকতর আদেশ বা আদেশ সমূহ প্রচারিত হবে না।

রুলটি বিচারাধীন থাকাবস্থায় প্রতিপক্ষ নং-৪, অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআডি)-কে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে বিভন্ন হয়বরনিমূলক মামলা দায়েরর সাথে জড়িত ব্যক্তিগণকে

চিহ্নিত ও প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে অত্র আদেশ প্রাপ্তির ৬০(ষাট) কার্য দিবসের মধ্যে অত্র আদালতে একটি প্রতিবেদন জমা দানের নির্দেশ দেয়া হলো।

ইতোমধ্যে অত্র আদালত ভূয়া ওয়ারেন্ট ও ভূয়া মামলায় ভুক্তভোগীদের হয়রানি বন্ধে রীট পিটিশন নং-১৪১৮০/২০১৯- এ কতিপয় নির্দেশনা প্রদান করেছে। প্রতিপক্ষগণকে উক্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের নির্দেশ দেয়া হলো।

উপরন্তু, বর্তমান সময় হতে থানায় বা সংশ্লিষ্ট আদালত ও ট্রাইব্যুনালে এজাহার/অভিযোগ দায়ের করার সময় অভিযোগকারীর পরিচয় যথাযথভাবে নিশ্চিত হওয়া এবং সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে-

১) অভিযোগ/এজাহারে অভিযোগকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর, ক্ষেত্রমতে পাসপোর্ট নম্বর উল্লেখ করতে হবে;

২) এজাহারকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলে সেক্ষেত্রে এজাহারকারীকে সনাক্তকারী ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্রে নম্বর উল্লেখ করতে হবে;

৩) এ ছাড়াও বিশেষ বাস্তব পরিস্থিতিতে জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট নম্বর লভ্য (available) না হলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা এজাহারকারীর পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার জন্য স্বীয় বিবেচনায় অন্যান্য যথাযথ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন:

৪) আদালত কিংবা ট্রাব্যুনালে অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীর জাতীয় পরিচয় পত্র বা পাসপোর্ট না থাকলে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী অভিযোগকারীকে সনাক্ত করবেন:

৫) অভিযোগকারী প্রবাসী কিংবা বিদেশী নাগরিক হলে সংশ্লিষ্ট দেশের পাসপোর্ট নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

অত্র রুলটি ০৪(চার) সপ্তাহের মধ্যে ফেরত যোগ্য।

দরখাস্তকারীকে নোটিশ জারীর জন্য প্রয়োজনীয় তলবানা ৭২ ঘন্টার মধ্যে জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো।

আদেশের কপি প্রয়োজনীয় অবগতি ও ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হোক-

১। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

২। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিভাগ ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রাণালয়;

৩। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ (অত্র আদেশের বিষয়ে দেশের সকল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তগণকে অবহিত করবেন):

৪। রেজিষ্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট (অত্র আদেশ নিম্ন আদালত/ট্রাইব্যুনাল সমূহকে অবহিত করবেন);

৫। অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক, সিআইডি।

এম. ইনায়েতুর রহিম.
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান.

Copy Forwarded to:

১। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

২। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিভাগ ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রাণালয়;

৩। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ (অত্র আদেশের বিষয়ে দেশের সকল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তগণকে অবহিত করবেন):

৪। রেজিষ্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট (অত্র আদেশ নিম্ন আদালত/ট্রাইব্যুনাল সমূহকে অবহিত করবেন);

৫। অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক, সিআইডি।

By order.

Superintendent

Assistant Registrar.
27.06.21

Typed by: Monir:24.06.2021.
Read by:
Exam. by:
Readied by:

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
(বিচার শাখা)
www.supremecourt.gov.bd

স্মারক নং-১ই-২১/২০০০ (অংশ-৬ক)/৫৯১৮ জে, তারিখঃ ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ। / ২৩ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ১৪১৮০/২০১৯ নং রীট পিটিশন মোকদ্দমায় প্রদত্ত রায় ও আদেশ অবগতকরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ১৪১৮০/২০১৯ নং রীট পিটিশন মোকদ্দমায় মাননীয় বিচারপতি জনাব এম. ইনায়েতুর রহিম এবং মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মহোদয়ের দ্বৈত বেঞ্চ কর্তৃক গত ১৪.১০.২০২০ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত ভুয়া গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশনা সংক্রান্ত রায় ও আদেশের কপি অবগতির জন্য অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো।

২৩.১১.২০২০

(মোঃ আলী আকবর)
রেজিস্ট্রার জেনারেল
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
ফোনঃ ৯৫৬১৯৫২
ই-মেইলঃ rg@supremecourt.gov.bd

কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। জেলা ও দায়রা জজ,---------- (সকল)।
৩। মহানগর দায়রা জজ, ---------- (সকল)।
৪। বিভাগীয় বিশেষ জজ, বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, ----------(সকল)।
৫। বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ---------- (সকল)।
৬। বিচারক(জেলা জজ), জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল,------- ---------- (সকল)।
৭। বিচারক (জেলা জজ), দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল,--------- ---------- --------- (সকল)।
৮। বিচারক (জেলা জজ), সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ---------- --------- (সকল)।
৯। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
১০। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল,----- ---------- (সকল) ।
১১। সদস্য (জেলা জজ), শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
১২। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), শ্রম আদালত, ---------- (সকল)।
১৩। স্পেশাল জজ (জেলা জজ), স্পেশাল জজ আদালত ----------(সকল)।
১৪। বিচারক (জেলা জজ), পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা ।
১৫। সদস্য (জেলা জজ), কাস্টমস্ এক্সসাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল,---------- (সকল)।
১৬। বিচারক (জেলা জজ), সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
১৭। বিচারক (জেলা জজ), স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা।
১৮। সদস্য (জেলা জজ), ট্যাকসেস অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-৫, ঢাকা।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ

F./Sanjaydutt/Misc file/letter

১৯। বিচারক (জেলা জজ), মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, ----------(সকল)।
২০। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,----------(সকল)।
২১। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট,----------(সকল)।
২২। রেজিস্ট্রার, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল, ১৪ আঃ গণি রোড, ঢাকা।
২৩। গবেষণা ও তথ্য কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগ, ঢাকা [সংরক্ষণের জন্য]
২৪। মাননীয় প্রধান বিচারপতির সচিব, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
২৫। মাননীয় প্রধান বিচারপতির একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগ, ঢাকা।
২৬। সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২৭। অফিস কপি।

২৬/১১/২০২০

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সহকারী রেজিস্ট্রার (বিচার)
ফোনঃ ৯৫৬১৯৩২ (অফিস)

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)

WRIT PETITION No. 14180 of 2019

IN THE MATTER OF:
An application under Article 102(2)(b)(i) of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh.

AND

IN THE MATTER OF:
Sahanaz Parvin, Daughter of Hazi Kaimuddin, wife of Md. Awlad Hossain, of village; Taksur, Ashulia, Police Station: Savar, District; Dhaka.

.....Petitioner

AND

IN THE MATTER OF:
Md. Awlad Hossain Son of late Nur Mohammad of village; Taksur, Police Station: Ashulia, District; Dhaka.

.....Detenu
(Now in Custody)

-Versus-

Bangladesh, represented by its Secretary, Ministry of Home Affairs, Bangladesh Secretariat, Ramna, Dhaka and Others.

.....Respondents

AND

IN THE MATTER OF:
Enforcement of Fundamental Rights as guaranteed under Articles 27, 31 and 32 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh.

AND

IN THE MATTER OF:
Direction upon the respondents to produce the detenu Md. Awlad Hossain, Son of late Nur Mohammad, of Village-Taksur, Police Station: Ashulia, District: Dhaka now detained in Sherpur District Jail, Sherpur before this court so that this court may satisfy it self that the said detenu is not being held in custody without lawful authority and is in an unlawful manner.

Present:
Mr. Justice M. Enayetur Rahim.
-And-
Mr. Justice Md. Mostafizur Rahman.

তারিখ ঃ ২৯ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৪ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

জনাব জয়নুল আবেদীন, অ্যাডভোকেট সঙ্গে
জনাব এমদাদুল হক, অ্যাডভোকেট

----আবেদনকারীর পক্ষে।

জনাব এম.এম.জি. সারওয়ার পায়েল, অ্যাডভোটে
জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট

----প্রতিপক্ষ নং-২ এর পক্ষে।

জনাব অমিত তালুকদার, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সঙ্গে
জনাব গোলাম সারওয়ার বাপ্পী, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল
জনাব সামীউল আলম সরকার, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল
মিস ঊর্বষী বড়ুয়া সীমি, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল

---- সরকার পক্ষে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ বিধান অনুসারে আনীত আবেদনের প্রেক্ষিতে বর্তমান রুল নিশিটি নিম্ন লিখিত শর্তে জারি করা হয়:

"Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why the detenu Md. Awlad Hossain, Son of late Nur Mohammad of Village-Taksur, Police Station-Ashulia, District-Dhaka now detained in Sherpur District Jail, Sherpur should not be produced before this court to

satisfy itself that the said detenu is not being held in custody without lawful authority and in an unlawful manner and why a direction should not be given upon the Respondents to set at liberty of the detenu forthwith from this court and/or pass such other or further order or orders as to this court may seem fit and proper".

দরখাস্তে উল্লেখ করা হয় যে, দরখাস্তকারীর স্বামী মোঃ আওলাদ হোসেন বিগত ৩০/১০/২০১৯ তারিখ কক্সবাজার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন মামলা নং-২৫/২০১৮ সূত্রে গ্রেফতার করা হয়। পরবীতে ট্রাইব্যুনাল উক্ত আওলাদ হোসেন-কে মামলা হতে অব্যাহতি দেন এই কারনে যে তার বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক কোন গ্রেফতারি পরোয়ানা জারী করা হয়নি। কিন্তু আওলাদ হোসেন জেল হতে মুক্তি লাভ করতে পারেন নি। তাকে রাজশাহী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-এর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন মামলা নং-৩৭/২০১৬-এ গ্রেফতার দেখানো হয়। পরবর্তীতে একই ভাবে দেখা যায় যে, উক্ত মামলায় জারীকৃত গ্রেফতারি পরোয়ানাটি ভুয়া। কিন্তু আওলাদ হোসেন বাগেরহাট চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন সি.আর মোকদ্দমা নং-২৪৫/২০১৭ মামলায় আটক থাকায় তিনি জেল হাজত থেকে বের হতে পারেননি। পরবর্তীতে উক্ত গ্রেফতারি পরোয়ানাও ভুয়া মর্মে প্রতিয়মান হয়। কিন্তু আওলাদ হোসেন বর্তমানে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শেরপুর, সি.আর মামলায় ১৫৯/২০১৯ মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা সূত্রে শেরপুর জেলা কারাগারে আটক আছেন।

দরখাস্তকারীর উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সিআইডি) ঢাকা-কে উক্ত ভুয়া গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তৈরির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহন করে অত্র আদালতে প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

সিআইডি আদেশ প্রতিপালনে ভুয়া গ্রেফতারি পরোয়ানা জারী ও আদালতে নথি সৃজনে জড়িত ০৮ জন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে ইতোমধ্যে তাদের বিরুদ্ধে আশুলিয়া থানার মামলা নং-৪০ তারিখ ১১/০২/২০২০ইং দন্ডবিধি ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৬ /৪৬৮/৪৭১/৩৪৩/৩৪ অনুযায়ী ফৌজদারী মামলা রুজু করেছে এবং ঐ মামলার আসামীদের অনেকেই বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবান বন্দি প্রদান করেছে।

দরখাস্তকারী পক্ষে পৃথক একটি দরখাস্ত দাখিলক্রমে উপরোক্ত দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে ক্ষতিপূরন আদায়ের দাবীতে একটি সম্পূরক দরখাস্ত দাখিল করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ নং-৯ মহা-কারা পরিদর্শকের পক্ষে একটি হলফনামা দাখিলক্রমে আদালতের নির্দেশনা প্রতিপালনে অবহিত করা হয়েছে।

স্বার্থানেশি ব্যক্তিদের দ্বারা ভুয়া গ্রেফতারি পরোয়ানা তৈরী করে দরখাস্তকারীর স্বামী মোঃ আওলাদ হোসেনকে একের পর এক গ্রেফতার দেখানো দুঃখজনক, অমানবিক এবং আইনের শাসনের পরিপন্থি। ইদানীয় প্রায়শঃ গনমাধ্যমে ভুয়া ওয়ারেন্টের মাধ্যমে নিরীহ ও সাধারন মানুষকে বিভিন্ন ভাবে হয়রানির সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। আদালত বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আমলে নিয়ে ভুয়া গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নিম্নোক্ত নির্দেশ প্রদান করছে-

১। গ্রেফতারি পরোয়ানা ইস্যুর সময় গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রস্তুতকারী ব্যক্তিকে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৭৫ এর বিধানমতে নির্ধারিত ফরমে উল্লেখিত চাহিদা অনুযায়ী সঠিক ও সুস্পষ্টভাবে তথ্যাদি দ্বারা পূরন করতে হবে;

যেমন: (ক) যে ব্যক্তি বা যে সকল ব্যক্তি পরোয়ানা কার্যকর করবেন, তার বা তাদের নাম এবং পদবী ও ঠিকানা সুনিদিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে;

(খ) যার প্রতি পরোয়ানা ইস্যু করা হচ্ছে অর্থাৎ অভিযুক্তের নাম ও ঠিকানা এজাহার/নালিশী মামলা কিংবা অভিযোগপত্রে বর্ণিতমতে সংশ্লিষ্ট মামলার নম্বর ও ধারা (এক্ষেত্রে জি আর/নালিশী মামলার নম্বর) এবং ক্ষেত্রমত আদালতের মামলার নম্বর ও ধারা সুনিদিষ্ট ও সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করতে হবে;

(গ) সংশ্লিষ্ট জজ (বিচারক)/ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষরের নিচে নাম ও পদবীর সীল এবং ক্ষেত্রমত দায়িত্ব প্রাপ্ত বিচারকের নাম ও পদবীর সীলসহ বামপাশে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট আদালতের সুস্পষ্ট সীল ব্যবহার করতে হবে;

(ঘ) গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রস্তুতকারী ব্যক্তির (অফিস স্টাফ) নাম, পদবী ও মোবাইল ফোন নাম্বারসহ সীল ও তার সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর ব্যবহার করতে হবে যাতে পরোয়ানা কার্যকরকারী ব্যক্তির পরোয়ানার সঠিকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহের উদ্রেগ হলে পরোয়ানা প্রস্তুতকারীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে উহার সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন।

২। গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রস্তুত করা হলে স্থানীয় অধিক্ষেত্রে কার্যকর করনের জন্য সংশ্লিষ্ট পিয়নবহিতে এন্ট্রি করে বার্তাবাহকের মাধ্যমে তা পুলিশ সুপারের কার্যালয় কিংবা সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণ করতে হবে এবং পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের/থানার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত পিয়নবহিতে স্বাক্ষর করে তা বুঝে নিতে হবে। গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রেরনে ও কার্যকর করার জন্য পর্যায়ক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার কাজে লাগানো যেতে পারে;

৩। স্থানীয় অধিক্ষেত্রের বাহিরের জেলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করনের ক্ষেত্রে পরোয়ানা ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ গ্রেফতারি পরোয়ানা সীলগালা করে এবং অফিসের সীলমোহরের ছাপ দিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন;

৪। সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সীল মোহরকৃত খাম খুলে প্রাপ্ত গ্রেফতারি পরোয়ানা পরীক্ষা করে উহার সঠিকতা নিশ্চিতঅন্তে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য ব্যবস্থা নিবেন। তবে কোন গ্রেফতারি পরোয়ানার ক্ষেত্রে সন্দেহের উদ্রেগ হলে পরোয়ানায় উল্লেখিত পরোয়ানা প্রস্তুতকারীর মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে উহার সঠিকতা নিশ্চিত হয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন;

৫। গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করনের জন্য পরোয়ানা গ্রহনকারী কর্মকর্তা গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রাপ্তিঅন্তে তা কার্যকর করনের পূর্বে পুনরায় পরীক্ষা করে যদি কোনরুপ সন্দেহের উদ্রেগ হয় সেক্ষেত্রে পরওয়ানায় উল্লেখিত পরওয়ানা প্রস্তুতকারীর মোবাইল ফোন নম্বরে ফোন করে উহার সঠিকতা নিশ্চিত হয়ে পরোয়ানা কার্যকর করবেন;

৪। ৬। গ্রেফতারি পরোয়ানা অনুসারে আসামীকে/আসামীদের গ্রেফতারের পর সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাকে উক্ত আসামী/আসামীদের আইন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেট/জজ আদালতে গ্রেফতারি পরোয়ানাসহ উপস্থাপন করতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেট/জজ গ্রেফতারকৃত আসামী/আসামীদের জামিন প্রদান না করলে আদেশের কপি সহ হেফাজতি পরোয়ানা মুলে আসামী/আসামীদের জেল হাজতে প্রেরণসহ ক্ষেত্রমত সম্পূরক নথি তাৎক্ষনিকভাবে গ্রেফতারি পরোয়ানা ইস্যুকারী জজ/ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বরাবর প্রেরণ করবেন;

৭। সংশ্লিষ্ট জেল সুপার কিংবা অন্য কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হেফাজতি পরোয়ানামুলে প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট আসামী/আসামীদের গ্রেফতারি পরোয়ানা ইস্যুকারী আদালতকে এই মর্মে অবিলম্বে অবহিত করবেন যে, কোন্ থানার কোন্ মামলার সূত্রে কিংবা কোন্ আদালতের কোন্ মামলায় বর্নিত আসামীদের উক্ত আদালতের ইস্যুকৃত পরোয়ানামূলে জেল হাজতে প্রেরন করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে আসামীদের নতুন কোন গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রাপ্ত হলে জেল সুপার ঐ গ্রেফতারি পরোয়ানার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আদালত হতে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে পরোয়ানা কার্যকর করবেন।

প্রয়োজনীয় অবগতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের কপি প্রেরন করা হোক-

১। সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ২। সচিব, সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ৩। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ৪। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ। ৫। মহা-কারা পরিদর্শক, বাংলাদেশ। ৬। রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ও রেজিস্ট্রার, হাইকোর্ট বিভাগ, অত্র রায় ও আদেশটি প্রত্যেক দায়রা জজ ও মেট্রোপলিটন দায়রা জজ, সকল ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ আদালত সমূহের বিচারকবৃন্দ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দকে অবগত করাতে হবে।

বর্তমানে অত্র বেঞ্চের রুল ইস্যু করার এখতিয়ার না থাকায় দরখাস্তকারী কর্তৃক দাখিলকৃত সম্পূরক দরখাস্তটির উপরে কোন আদেশ প্রদান করা হলো না। সে কারণে রুলটি চুড়ান্ত ভাবে নিস্পত্তি না করে অত্র আদালতের কার্যতালিকা হতে বাদ দেয়া হলো। দরখাস্তকারী প্রয়োজনে এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে দরখাস্তটি উত্থাপন করতে পারবেন।

M. Enayetur Rahim
Md. Mostafizur Rahman

Copy forwarded to,

১। সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
২। সচিব, সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৪। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ।
৫। মহা-কারা পরিদর্শক, বাংলাদেশ।
৬। রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ও রেজিস্ট্রার, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

For information and necessary action.

By Order

Superintendent
৯/১১/২০২০

Assistant Registrar
৯/১১/২০২০

Typed by: Jahir: 08.11.2020.
Read by: ০৮.১১.২০
Exam by:
Readied by: 08-11-2020

৯/১১/২০২০